প্রথম আলো

তারিখ 12·5·MAY·2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

‘আজীবন বহিষ্কার যেন নিছক কৌশল না হয়’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

পয়লা বৈশাখে আদিবাসী ছাত্রীকে লাঞ্ছনা, ছিনতাই ও মারধরের দায়ে ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীকে আজীবন বহিষ্কার করা যেন নিছক কৌশল না হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনকে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

গতকাল রোববার বেলা তিনটার দিকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ঐক্য মঞ্চের ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন বলেন, শাস্তি হলেই আদালতে রিট করে স্থগিতাদেশ আনা একটা সংস্কৃতি হয়ে গেছে। এটা বন্ধে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে। আদালতে শাস্তির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে তা বহাল রাখতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে দর্শন বিভাগের শিক্ষক রায়হান রাইন বলেন, যৌন নিপীড়নের ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে লাঞ্ছনা হিসেবে উপস্থাপন করায় অভিযুক্তদের নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি দ্রুত যৌন নিপীড়নবিরোধী সেলের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের দাবি জানান। একই সঙ্গে তিনি বহিষ্কৃতরা যেন ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারে, সে জন্য প্রশাসনিক আদেশ পাঠানো এবং তদন্তাধীন অন্য অভিযোগগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দর্শন বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ নিজার আলম, ইতিহাস বিভাগের আনিছা পারভীন, নৃবিজ্ঞান বিভাগের রেজওয়ানা করিম, ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপাঞ্জন কাজল প্রমুখ।